যোহনের প্রথম পত্র

বাণী-বন্দনা

ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন-সহভাগিতা

১ যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,

—২ হ্যাঁ, সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল ;
আমরা তা দেখেছি,
তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—

৩ যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,
তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।
৪ আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।

ঈশ্বর আলো

আলোতে আচরণ ও পাপাচরণ-ত্যাগ

৫ আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
৬ আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
৭ কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি !—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

৮ আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,

তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
৯ আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
১০ আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।

২ ১ বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন:
সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
২ তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

আজ্ঞাপালন

৩ এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
৪ যে বলে, ‘আমি তাঁকে জানি,’
অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না,
সে মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই।
৫ কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।
এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
৬ যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে,
তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।
৭ প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে আমি নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,
সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা লিখছি,
আদি থেকে যা তোমরা পেয়েছ:
যে বাণী তোমরা শুনেছ, তা-ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।
৮ তবু একদিকে নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি,
আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে,
কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে
ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।
৯ যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে।

১০ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে,
আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।
১১ কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে;
কোথায় যাচ্ছে তা জানে না,
কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।

জগৎ ও খ্রীষ্টবৈরী থেকে সাবধান

১২ বৎসেরা, আমি তোমাদের লিখছি:
তাঁর নাম গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন করা হয়েছে।
১৩ পিতারা, তোমাদের লিখছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখছি:
তোমরা সেই ধূর্তজনকে জয় করেইছ!
১৪ বৎসেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো পিতাকে জান।
পিতারা, তোমাদের লিখেছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো বলবান,
ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে,
এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয়ই করেছ।
১৫ জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না!
কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে,
তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।
১৬ কেননা জগতের যা কিছু আছে
—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—
এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত।
১৭ আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে,
তার লালসাও তাই,
কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।
১৮ বৎসেরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!
তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রীষ্টবৈরী আসছে।
দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রীষ্টবৈরী আবির্ভূত হয়েছে;
এতে আমরা জানতে পারি যে, এটি অন্তিম ক্ষণ।
১৯ তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে,
অথচ তারা আমাদেরই ছিল না;
কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত;
কিন্তু এমনটি ঘটেছে যেন প্রকাশিত হয় যে, সকলে আমাদের নয়।
২০ তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে,

যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ
—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।
২১ আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না,
বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,
সত্য থেকে কোন মিথ্যা আসে না।
২২ যীশু যে সেই খ্রীষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে,
সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?
সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে।
২৩ পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে।
২৪ যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ,
তা যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে;
যা আদি থেকে শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে,
তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে স্থিতমূল থাকবে।
২৫ আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন,
সেই প্রতিশ্রুতি এ—অনন্ত জীবন।
২৬ যারা তোমাদের প্রতারণা করতে চায়,
তাদেরই বিষয়ে তোমাদের এই সমস্ত লিখেছি।
২৭ তোমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ,
তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে,
আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে,
কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।
কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক
সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে
—আর সেই তৈলাভিষেক সত্য, মিথ্যা নয়!—
এজন্য তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে,
তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।
২৮ তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,
তিনি যখন আবির্ভূত হবেন,
তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
এবং তাঁর আগমনে
আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
২৯ তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময়,
তবে এও জেনে নাও যে,
যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁরই থেকে সঞ্জাত।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান

ঈশ্বরের সন্তানসুলভ আচরণ

৩ দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,

যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত,
আর আমরা তো তাই!
এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না,
কারণ তাঁকেই সে জানেনি।
২ প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান;
আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।
আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব,
কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
৩ তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে,
সে নিজেকে পুণ্যবান করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পুণ্যবান।

পাপাচরণ-ত্যাগ

৪ কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে,
আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।
৫ আর তোমরা তো জান যে,
পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,
আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।
৬ যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে,
সে পাপ করে না।
যে কেউ পাপ করে,
সে তাঁকে দেখেওনি, তাঁকে জানেওনি।
৭ বৎস, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে:
যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
৮ যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত,
কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে।
দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।
৯ যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না,
কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে;
পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত।
১০ এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণিত হয়:
যে কেউ ধর্মাচরণ করে না, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়;
আর নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়।

আজ্ঞাপালন

১১ কেননা যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ:
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
১২ কাইনের মত যেন না হই: সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত,
এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল।
আর তাকে কেন বধ করেছিল?

কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়,
কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
১৩ সুতরাং ভাই, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে,
এতে আশ্চর্য হয়ো না।
১৪ আমরা জানি যে,
মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।
১৫ যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক;
আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,
তার অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না।
১৬ এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম,
কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।
১৭ কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে
সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও
তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে,
তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?
১৮ বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়,
বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।
১৯ এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গত,
এবং তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব
২০ —আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—
কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।
২১ প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,
তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
২২ আর যা কিছু যাচ্‌না করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই,
কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি
ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি।
২৩ আর এই তো তাঁর আজ্ঞা:
আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি
ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
২৪ আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে,
সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন:
যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

জগৎ ও খ্রীষ্টবৈরী থেকে সাবধান

৪ প্রিয়জনেরা, তোমরা যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস করো না ;
কিন্তু সকল আত্মাকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা,
কারণ অনেক নকল নবী জগতে বেরিয়েছে।
২ এতেই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার :
যে কোন আত্মা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে,
তা ঈশ্বর থেকে ;
৩ এবং যে কোন আত্মা যীশুকে বিলুপ্ত করে, তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়,
এমনকি এটা হল সেই খ্রীষ্টবৈরীর আত্মা,
যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ, সে আসছে,
এমনকি এর মধ্যে সে জগতে উপস্থিত।
৪ তোমরা, হে বৎস,
তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, আর তাদের জয় করেছ ;
কারণ জগতে যা আছে,
তার চেয়ে মহত্তর তিনি, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।
৫ তারা জগৎ থেকে উদ্গত, তাই জগতের ভাষা বলে
এবং জগৎ তাদের কথা শোনে।
৬ আমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত :
ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে ;
ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত নয়, সে আমাদের শোনে না।
এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

ঈশ্বর ভালবাসা

ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত ও বিশ্বাসে স্থাপিত

৭ প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে,
সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
৮ যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।
৯ এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে :
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
১০ আর এতেই ভালবাসার অর্থ :
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
১১ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
১২ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ;

আমরা যদি ঈশ্বরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।
১৩ এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
১৪ আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।
১৫ যে কেউ স্বীকার করে, 'যীশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
১৬ আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
১৭ এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে:
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
১৮ ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
১৯ আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
২০ যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
২১ আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

ভালবাসা খ্রীষ্টবিশ্বাসের ফল

৫ যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত;
আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর কাছ থেকে যে সঞ্জাত,
সে তাকেও ভালবাসে।
২ এতেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি:
যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
৩ কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়।
৪ কারণ ঈশ্বর থেকে যা সঞ্জাত, তা-ই জগৎকে জয় করে।
আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস।

৫ বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে,
সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র?
৬ তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন : সেই যীশুখ্রীষ্ট!
শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।
আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।
৭ বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি,
৮ আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক।
৯ মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি,
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তবে আরও মহান,
কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এ : তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
১০ ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী, সাক্ষ্যটি তার অন্তরে বিদ্যমান ;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসী নয়, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে,
কেননা আপন পুত্রের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য দিয়েছেন,
তা সে বিশ্বাস করেনি।
১১ আর সেই সাক্ষ্য এ :
অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন,
এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।
১২ পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবন ;
ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, জীবনকেও সে পায়নি।
১৩ তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসী,
আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি
যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

উপসংহার

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

১৪ আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ :
আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচ্না করলে তিনি আমাদের কথা শোনেন।
১৫ আর যদি জানি, যা কিছু আমরা যাচ্না করি,
তিনি আমাদের কথা শোনেন,
তবে এও জানি যে, আমরা যা যাচ্না করি, সেই সমস্ত পেয়ে গেছি।
১৬ যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়,
তবে সে যাচ্না করুক, আর তিনি তাকে জীবন দান করবেন
—অবশ্য তাদেরই, যাদের পাপ মৃত্যুজনক নয়।
কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে,
এর জন্য তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না।
১৭ যে কোন অধর্মই পাপ,
কিন্তু এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা

১৮ আমরা জানি : যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না ;

বরং ঈশ্বর থেকে যে সঞ্জাত, তাকে তিনি রক্ষা করেন,
আর সেই ধূর্তজন তাকে স্পর্শ করে না।
১৯ আমরা জানি : আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজনের অধীন।
২০ এও আমরা জানি : ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন
এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।
আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টে আছি ব'লে।
তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

২১ বৎস, তোমরা অলীক দেবতাগুলো থেকে দূরে থাক।